Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-IX, Issue-I, October 2020, Page No.36-43
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

ভারতের বিদেশনীতি পরিবর্তনে মোদী সরকারের সাম্প্রতিক প্রবনতা ও তার তাৎপর্য

Nur Alam Mollah

Junior Research Fellow (UGC), NET, SET, M.Phil Scholar, Vidyasagar University, Midnapore, West Bengal

Abstract:

Foreign Policy is one of the means to fulfil the national interest of any state. Having got independent in the early 1940s, India tried to keep its independence and autonomy through non- alignment, peaceful co-existence in the age of bi-polar politics. Theoretically, it has been dubbed as an ideological approach. Subsequently, India has been attracted by its neighbour states, the proliferation of nuclear power and collapse of the USSR compelled India to nuclearized itself in 1998 which is observed as a tilt toward realism. Presently, consecutive winning of the Modi government has created a scope to assess his foreign policy whether it is realist or Idealist and whether he has changed Indian foreign policy or it is a continuation of its predecessor policy. The present paper tries to a humble attempt on these issues and put forward an assessment.

Key phrases: national Interest, foreign policy, soft power, etc.

ভূমিকা : যে কোনো রাষ্ট্রের জাতীয় স্বার্থকে চরিতার্থ করার বা পূরণের অন্যতম মাধ্যম হল বিদেশনীতি। একটি রাষ্ট্র এই স্বার্থ পূরণের জন্য বিভিন্ন প্রথাগত ও নব নব কৌশল প্রয়োগ করে থাকে। ভারতও এক্ষেত্রে কোনো ব্যতিক্রমী নয়। স্বাধীনত্তোর ভারতের বিদেশনীতির রূপকার হলেন প্রধানমন্ত্রী ও বিদেশমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু ভারতের বিদেশনীতির বিবর্তনের ইতিহাসে প্রারম্ভিক পর্যায়ে প্রধানমন্ত্রী নেহেরুর নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও "জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন" -এই নীতির দ্বারা বিদেশনীতি পরিচালিত হতে থাকে। ১৯৫৪ সালের পঞ্চশীল নীতিকে ভঙ্গ করে চীন ১৯৬২ সালে আক্রমন এবং ১৯৬৫ সালে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ ভারতকে সামরিক কাঠামোর আধুনিকীকরণে বাধ্য করেছিল। ১৯৯০ এর দশকে ভারতের বন্ধু রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ও অর্থনৈতিক মন্দার থেকে মুক্তি পেতে প্রধানমন্ত্রী নরসিমা রাও ভারতের অর্থনীতি কাঠামোগত সংস্করন করেন এবং দ্রুত বিকাশমান পূর্বের রাষ্ট্র গুলির সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলতে 'পূর্বেতাকাও নীতি তথা "Look East Policy"এর ঘোষনা করেন। পরবর্তীকালে ভারতের বিদেশনীতি পরিচালনের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীদের মধ্যে আমেরিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা লক্ষ্য করা যায় ফলস্বরুপ ১২৩ চুক্তি সাক্ষরিত হয়। বর্তমান একাবিংশ শতকের প্রথম দশকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদর ভাই মোদী নেতৃত্বে আন্তজার্তিক এবং অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন পরিবর্তনের সঙ্গে তালমিলিয়ে

ভারতের বিদেশ নীতির পরিবর্তন ঘটেছে কিনা, বা বর্তমান সরকারের যে সকল উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে সে গুলি তার পূর্ববর্তী সরকারের ক্রম বিবর্তিত কিনা তার সাম্প্রতিক প্রবনতা অনুধাবন, বিশ্লেষণ ও অনুসন্ধান হলো এই প্রকল্পটির মৌল উদ্দেশ্য।

বিদেশনীতির পরিবর্তন কাকে বলে ?

বিদেশনীতির গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন কাকে বলে এবং এই পরিবর্তন কখন ঘটে ? এই প্রশ্নের উত্তর বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে খুঁজতেগেলে এর উত্তরের মধ্যে বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায় । যেমন বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাখ্যা উদারবাদী, গঠনবাদী,মার্ক্সবাদীদের থেকে আলাদা। এমন কি বাস্তবাদী দৃষ্টি ভঙ্গির প্রবক্তাগনের মধ্যেও বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়।

একটি দেশের বিদেশনীতির গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন বলতে তার পূর্বস্থিত লক্ষ্য ও কৌশলের পরিবর্তন। এই লক্ষ্য ও কৌশলগত গুরুত্বপূর্ন পরিবর্তন তখনই ঘটে যখন বর্তমান লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যকে পুনরায় নির্ধারিত করা হয় এবং তা অর্জনের জন্য বর্তমান কৌশলের পরিবর্তন ঘটানো হয়। তবে উদ্দেশ্য ও কৌশলের পরিবর্তন ঘটলেই গুরুত্বপূর্ন পরিবর্তন ঘটবে তা বলা যায় না। এই পরিবর্তন কাঙ্খিত অর্থাৎ ইতিবাচক আশানুরুপ পরিবর্তন বলে বিবেচিত হলে তাকে গুরুত্বর্পণ পরিবর্তন হলা হয়।

গুরুতর পরিবর্তন সাধিত হয়েছে বলে বিবেচিত হবার জন্য পূর্বের সরকারের বিদেশনীতির থেকে বর্তমান সরকারের বিদেশনীতির পরিবর্তন সুস্পষ্ট লক্ষ্যণীয় পরিবর্তন হওয়া আবশ্যিক । এই পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় তিনটি স্তরে যথা

ক) নেতৃত্ব স্তরে বা ব্যক্তিগত স্তরে পরিবর্তন।

খ) জাতীয় স্তরের উপাদানগত বা অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে পরিবর্তন মতাদর্শগত ক্ষমতাসীনদল, অর্থনীতি ও সামরিক ক্ষমতার পরিবর্তন।

গ) আর্ন্তজার্তিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে পরিবর্তন

গ) আর্ন্তজার্তিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে পরিবর্তন।

ক) ব্যক্তিগত স্তরে পরিবর্তন : যে কোনো দেশের বিদেশনীতি গঠণ, প্রেরণ ও পরিবর্তনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র নেতার তথা প্রধান মন্ত্রীর ব্যক্তিত্ব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, তাঁর দূরদৃষ্টিতা, বিচক্ষণতা, উচ্চাভিলাষিতা,-দেশের অভ্যান্তরীণ ও আন্তজার্তিক পরিস্থিতির জ্ঞান ও ভবিষ্যত আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে অনুমান দেশের উন্নয়ন ও আন্তজার্তিক ক্ষেত্রে দেশের ভাবমূর্তিকে তুলে ধরতে তার ভূমিকা অনস্বীকার্য। তিনি বিদেশনীতি মহাসাগরের কান্ডারী। বর্তমান নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বে বিজেপি দলের ২০১৪ ও ২০১৯ এ সংখ্যাগরিষ্ঠতা জয়লাভ এবং প্রথম শপথ গ্রহণ সভায় দঃ এশিয়ার নেতাদের আমন্ত্রন আন্তজার্তিক এবং জাতীয় স্তরে ব্যপক আকাঙ্খ জাগায় এবং দ্বিতীয় শপথ গ্রহণে BIMSTEC রাষ্ট্র প্রধানদের আমন্ত্রণ ভারতের জোট নিরপেক্ষতা থেকে বহু কেন্দ্রীক বিশ্ব ব্যবস্থায় নিজেকে সংযুক্ত করছে তার নজির পরিলক্ষিত।

খ) জাতীয় স্তরে পরিবর্তন: দেশের অভ্যন্তরীণ উপাদান তথা ক্ষমতাসীন দলের আদর্শ, দল ব্যবস্থা, রাষ্ট্র-সমাজ সম্পর্ক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক শক্তি, গনমাধ্যম, বানিজ্য, দেশের জনমত, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অবস্থান, দাবি ও চাহিদা অর্থাৎ উপকরণ ইত্যাদি। এই উপাদনের তাৎপর্যকে নয়া সনাতনী বাস্তববাদ, উদারনীতিবাদ স্বীকার করেছে। উদারনীতিবাদ অনুযায়ী দেশের একটি গনতান্ত্রিক দেশ যুদ্ধে গিয়ে পারস্পরিক সহযোগিতায় ও নির্ভরতায় আর্ন্তজার্তিক ক্ষেত্রে বিদেশনীতি পরিচালিত করে। তাই ভারতে গনতান্ত্রিক ব্যবস্থা, ধর্ম নিরপেক্ষতার নীতি, বহু সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা এবং জাতীয় স্তরে দঃ এশিয়ায় ভূখন্ডগত,

জনসংখ্যাগত এবং ভূকৌশলগত অবস্থান আর্ন্তজাতিক রাজনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দান করেছে। এই উপাদানের পরিবর্তন বিদেশনীতিকে নানা ভাবে প্রভাবিত করে।

গ) আন্তজার্তিক ব্যবস্থায় পরিবর্তন

আন্তজার্তিক ব্যবস্থার কাঠামো দেশের বিদেশনীতিকে ব্যাপক ভাবে প্রভাবিত করে। ভারতের বিদেশনীতির ক্ষেত্রে প্রারম্ভিক পর্বে উপনিবেশ শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা, ঠান্ডা যুদ্ধের রাজনীতির প্রভাব এবং দেশের নানা চাহিদার দ্রুত সমাধানের ক্ষেত্রে এই আর্ন্তজার্তিক পরিস্থিতি ব্যাপক প্রভাব ফেলে। বর্তমানে Globalisation, Multi-polar world order , Environment degradation নানা ভাবে ভারতের বিদেশ নীতিকে প্রভাবিত করে তুলেছে। তাই এম জি হারম্যান এবং জে ডি হাগান মনে করেন, নৈরাজ্যমূলক ব্যবস্থায় পারস্পরিক নির্ভরশীলতার প্রভাব এতটাই স্পষ্ট যে একজন দেশনেতার কাছে জাতীয় স্বার্থ পূরনের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা খুব সীমিত (বিকাশ চন্দ্রা,২০১৭:৯৮-১১৩) ।

প্রতিবেশী নীতিঃ যে কোনো রাষ্ট্রের বিদেশনীতির অবিচ্ছিন্ন অংশ তথা উপাংশ হল প্রতিবেশীনীতি। প্রতিবেশী প্রাকৃতিক ভাবে প্রদত্ত যাকে কোনো ভাবেই পরিবর্তনকরা সম্ভব নয়। একটি দেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে এই নীতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যা কৌটিল্য থেকে শুরু করে বর্তমানের বিশেষজ্ঞরা মেনে নিয়েছেন। ভারত দঃ এশিয়ার একটি অন্যতম রাষ্ট্র । এই ভারত উপমহাদেশের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল জনবহুলতা, অসম্পূণ জাতিগঠন প্রক্রিয়া, উন্নয়নশীল বা অনুন্নত দেশ অর্থাৎ সম্পদ ও উন্নয়নের বিভিন্ন উপাদানের অভাব, ঔপনিবেশিক শাসনের অতীত ইতিহাসের অংশিদারিতা এবং এই উপমহাদেশ জনসংখ্যা, ভূখন্ড, সামরিক অস্ত্র বা পারমানবিক অস্ত্রের ও ভৌগলিক অবস্থানের বিচারে সুউচ্চ হিমালয় এবং আরব সাগর,ভারত মহাসাগর ও বঙ্গপসাগরের অবস্থান এই অঞ্চলকে ভারতকেন্দ্রীক করে তুলেছে। বিশেষজ্ঞরা সওয়াল করেন যে ভারতের সমস্ত সম্ভাবনা থাকার সত্তেও নিজেকে প্রো-আক্টিভ না হয়ে রি-অ্যাক্টিভ হিসাবে তুলেধরেছে। যদিও সাম্প্রতিক মোদী প্রশাসন কিছু পদক্ষেপ প্রো- অ্যাক্টিভ হিসাবে দাবি করে যেমন Surgical strike ও Doclam stand off কিন্তু বাস্তবিক ক্ষেত্রে তা রি-আকটিভ তথা "Tit for tat" নীতির অংশমাত্র (পি পাল,২০১৯:১৫৯-১৮০)

বিনোদ কুমার মিশ্রার মতে, ভারতের প্রতিবেশীনীতির ক্ষেত্রে দু একটা ইস্যু বাদ দিলে যেমন বাংলাদেশের সঙ্গে ভূ-বিনিময়, ভুটানের সঙ্গে ডাকলাম ইস্যুতে পাশে থাকা ইত্যাদি ছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে নেতিবাচক। এই সরকারের আমলে পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পকে সবচেয়ে বেশি অবনতি হয়েছে। মালদ্বিপের সংকট ভারতের পক্ষ থেকে কোনো ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহন করা হয়নি। আফগানিস্তান ইস্যুতে কেবল উন্নয়ণমুলক কাজ, নির্মান কাজ বা অর্থনৈতিক সাহায্যে নিজেকে বন্দি করে রেখেছে। আমেরিকা রাশিয়া তালিবানকে নিয়ে বৈঠকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছে। ভারত নিজেকে সুপার পাওয়ার ব্লকে সামিল করতে চাইলে আর্ন্তজাতিক রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অংশীদারিত্ব করতে হবে (বি কে মিশ্রা, ২০১৯:১৩৩-১৫৫)।

অসামরিক শক্তির (সফট পাওয়ার)ভূমিকা: আর্ন্তজাতিক বিশ্ব ব্যবস্থা তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বীতাময় যেখানে প্রতিটি রাষ্ট্রীয় কারক চাই ক্ষমতার শীর্ষ স্থানে পৌঁছাতে ভারত এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নয়। ভারতের ভবিষ্যত অবস্থান সম্পর্কে বিতর্ক রয়েছে যে, ভারত কি আদেও 'সুপার পাওয়ার হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে ? ভারতের কাছে ক্ষমতার বিভিন্ন উপাদান জনবল, সামরিক ক্ষমতা, প্রকৃতিক সম্পদ ইত্যাদি থাকার সত্ত্বেও বর্তমান সুপার পাওয়ার ব্লকে নিজেকে মেলে ধরতে পারছে না। জোসেফ নাই ক্ষমতার আরেকটি

ডাইমেনশন তুলে ধরেন যা হল 'সফট পাওয়ার তার মতে "soft power is the ability to achieve desired outcomes in international affair through attraction rather than coercion" অর্থাৎ সামরিক শক্তি বা দৃশ্যত শক্তি রা বলমুলক শক্তি না প্রয়োগ করে নিজের প্রতি আর্কষণের প্রভাবের দ্বারা নিজের ঈপ্সিত লক্ষ্য আদায় করার শক্তিকে বলে সফট পাওয়ার। বিশেষত ভারতীয় সংস্কৃতি, ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা, জীবন যাপনের পথ, বৈচিত্রপূর্ণ সংস্কৃতি, ভেষজ ঔষধ পদ্ধতি, চলচ্চিত্র, ক্রিকেট, আইটিসি, প্রবসী ভারতীয়, গণতন্ত্র, বলিউড চলচিত্র ,ভারতীয় রান্নার পদ্ধতি ইত্যাদি সারা বিশ্বে অত্যন্ত জনপ্রিয় সফট পাওয়ার হিসাবে বিদেশনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে চলেছে (এ কে গুপ্তা, ২০ ১৯ :৭৫-৯১)
দীর্ঘকাল ধরে আর্ন্তজাতিক স্তরে ভারতীয় সংস্কৃতি,ধর্মীয় চিন্তা, দর্শন (বিশেষত বৌদ্ধ ধর্মের মূল ভারতে রয়েছে,)। কিন্তু বিদেশনীতি প্রনয়নের ক্ষেত্রে এই সব উপাদনকে বিদেশনীতির কৌশল হিসাবে ব্যবহার করতে দেখা যাচ্ছে না। যদিও একাবিংশ শতাব্দি থেকে ভারত তার এই সফট পাওয়ারকে কাজে লাগাতে শুরু করে। বাজপেয় সরকার প্রথম ভারতীয় গনতান্ত্রিক সংস্কৃতিকে অন্য দেশগুলির সঙ্গে সংযোগ ও আচার ব্যবহারের ক্ষেত্রে (সি. আর. মোহন : ২০১৪)। বাজপেয় সরকার প্রথম ভারতীয় ডায়াসপোরার উপর একটি হাইকমিশন গঠন করে। মনমোহন সরকারও এই উদ্দেশ্যে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গ্রহন করে। এই সরকার পররাষ্ট্র সংযোগ রক্ষার জন্য মিনিস্ট্রি অব ওভারসীজ ইন্ডিয়ান অ্যাফেয়ার প্রতিষ্ঠা করে। ২০০৬ সালে একধাপ এগিয়ে বিদেশমন্ত্রকের অধীনে কূটনৈতিক বিভাগ গঠন করা হয়। এই ভাবে ভারত তার আদর্শ নীতি কে প্রচার ও সম্প্রসারনের ক্ষেত্রে পুরানো ও নতুন মাধ্যম গুলির ব্যবহার করেছে। এই বিভাগের উদ্দেশ্য হল ভারতের বিদেশনীতি ও গৃহিত সিদ্ধান্তকে দৈনন্দিন ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করে ভারতের ইতিবাচক ভাবমূর্তিকে বিদেশে তুলে ধরা। এছাড়া ভারতের থিং ট্যাংক, স্কলার এবং গনমাধ্যমের দ্বারা বিভিন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে পারস্পারিক মিথস্ক্রিয়াকে আরো বৃদ্ধি করা ও বিভিন্ন গনতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্র সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত হওয়াকে সুনিশ্চিত করে ।গনতন্ত্র প্রচার কারি সংস্থা গুলির সঙ্গে নিজের সম্পর্ককে আরো দৃঢ় করে যেমন UNO এর গনতান্ত্রিক সম্প্রসারনের জন্য যে তহবিল রয়েছে তাতে সাহায্য, প্রতিবেশী রাষ্ট্র গুলি যে পরিবর্তনে মধ্যদিয়ে যাচ্ছে তা যেন গনতান্ত্রিক পথেই যায় তার জন্য ভারত তার প্রতিবেশী রাষ্ট্র গুলিকে নানা প্রকার সাহায্য প্রদান করে। U N O কর্তৃক মহাত্মা গান্ধীর জন্ম দিন ২ অক্টবরকে 'বিশ্ব অহিংস দিবস হিসাবে ঘোষনা করা হলে ভারতের সফট পাওয়ারের ক্ষেত্রে বড় সাফল্য হিসাবে গন্য করা যেতে পারে ।
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও তাঁর সরকার সদা নিযুক্ত রয়েছেন ভারতের প্রভাব ও সক্রিয়তাকে বিদেশে সম্প্রসারনে ও বৃদ্ধি করতে। মনমোহন সিং সরকার যেখানে ব্যংককে বিশ্ব সাংস্কৃতিক মঞ্চে যোগদানে বিরত থাকে সেখানে মোদি সরকার ধর্মীয়, সংস্কৃতিক,ও ঐতিহ্যগত প্রোগ্রামে অংশ গ্রহন করেছে। প্রধান মন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মনে করেন যদি আমরা নিজেদের সমালোচনা করি, তবে বিশ্ব কেন আমাদের অনুসরন করবে (ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস : ২০১৬)। তাই তিনি ২০১৬ সালে দিল্লীতে আর্ট অব লিভিং ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত " বিশ্ব সংস্কৃতিক উৎসব এ অংশ গ্রহন করেন এবং এই অনুষ্ঠানকে 'সাংস্কৃতিক কুম্ভমেলা ' বলে অভিহিত করেন। ঐ একই মাসে "সারা ভারত উলেমা এবং মাসাইক বোর্ড কর্তৃক আয়োজিত 'ওয়ান্ড সুফি ফোরাম এ অংশ গ্রহন করেন। মে ২০১৭ সালে শ্রীলঙ্কায় আয়োজিত বুদ্ধ উৎসবে যা ১৪তম 'ইউনাইটেড নেশনস ডে অব বেসেক সেলিব্রেশন ' এ প্রধান মন্ত্রী মুখ্য অতিথি হিসাবে যোগদান করেন। সরকারের প্রচেষ্টা ও উদ্দেশ্য হল ভারতীয় সংস্কৃতি ,রাজনৈতিক মূল্যবোধের স্বীকৃতি। এটা অনেক টাই সফলতা অর্জন করে যখন ইউ.এন.ও দ্বারা ২১ জুন আন্তর্জাতিক ইয়োগা যোগ দিবস হিসাবে ঘোষনা করা হয় ২০১৪ সালে।

মোদী সরকার তার পূর্ববর্তী সরকারের মত এবিষয়ে শুধুমাত্র প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের উপর গুরুত্ব আরোপ করে নি, সঙ্গে সফট পওয়ারের প্রসারের জন্য ডায়াসফোরা কেউ অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে গ্রহন করেছে। মোদী সরকার প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে যোগাযোগকে আরো সরাসরি করেছে। প্রধান মন্ত্রী বিভিন্ন সম্মেলনে তাদের সম্বোধন করেছে। যেমন ইউ.এস.এ তে = ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেন, সিডনিতে = ওলিম্পিক পাকে, ইউ.কে তে = ওয়েবলী স্টেডিয়ামে,ডি ইউ.এ.ই = দুবাই ক্রিকেট স্টেডিয়ামে,ক্যালিফোরনিয়ার = এস.এ.পি সেন্টার ইন সান জোস এ।

"During his UAE travels, the prime Minister took out time to visit a labour accommodation in the industrial city of Abu Dhabi surprised everyone by mingling with desi workers, asking them one-on-one about their working condition and difficulties. One 'visibly moved and excited labourer, Arshad khan from Bihar who was employed at Al Dhafra Waste Management Company, commented that 'it was one of the most pleasant moments of his life. As his Prime Minister asked him about the problems the workers are facing'." (Sreeram Chaulid, 2016:25)

সাম্প্রতিক ভারতে সাম্প্রদায়িক সংগঠনের বাড়ন্ত, হিন্দু দল, হিন্দ সংগঠন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিশেষত মুসলিম সংখ্যালঘুদের ওপর গোমাংস পরিবহন ও ঘরে রাখার সন্দেহ বসত হত্যা ও আক্রমনের ঘটনা ভারতের ভাবমূর্তীকে দেশে বিদেশে ক্ষুন্ন করেছে।

গণতন্ত্রের সম্প্রসারণ : ভারত মনে করে গনতন্ত্রিক ব্যবস্থা হল সব চেয়ে উপযুক্ত প্রশাসন যাতে মানবাধিকার ,গনতন্ত্র ইত্যাদির সংরক্ষিত হয় । তবে ভারত এই গনতন্ত্রকে বিদেশে সম্প্রসারনের জন্য বিশেষ কোনো পদক্ষেপ গ্রহন করেনি। দীর্ঘদিন উপেক্ষার পর ভারতের বিদেশমন্ত্রক সর্বপ্রথম ২০০০-২০০১ সালের বার্ষিক রিপোর্টে গনতন্ত্রকে তার বিদেশনীতির লক্ষ্য বলে উল্লেখ করে। যদিও গনতন্ত্র সম্প্রসারন সম্পকে ভারতের কোনো ডকট্রিন নেই। তবে ভারতের বিদেশনীতির কার্যাকলাপের ভিত্তিতে গনতন্ত্র প্রচারের তিনটি দিককে চিহ্নিত করা যেতে পারে যথা

ক) গণতন্ত্র সম্প্রসারনের সংস্থা গুলিতে অংশগ্রহণ।

খ) পরিবর্তনশীল ও সংঘর্ষপূর্ণ সমাজ গুলিতে গণতান্ত্রিক সহায়ত

গ) গণতন্ত্র প্রচার ও প্রসারনকারী রাষ্ট্র গুলিকে সহায়তা প্রদান।

২০০৫ জুলাই মাসে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ গনতন্ত্র সম্প্রসারনের জন্য 'ইউ.এন. ডেমোক্রেটিক ফান্ড এর শুভ উদ্বোধন করেন তাতে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং সহ-উৎবোধক হিসাবে। এছাড়া ভারত ' কম্মিউনিটি অব ডেমোক্রেটি এর প্রারম্ভিক সদস্য। ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলিতে গনতান্ত্রিক কাঠামো নির্মানে নির্বানচনীব্যবস্থা গঠনে সহায়তার মূল অনুমান হচ্ছে , ভারত মনে করে প্রতিবেশী রাষ্ট্র গুলিকে গনতান্ত্রিক রাজনীতি ও মুক্ত অর্থনীতিতে পরিবর্তীত হতে সাহায্য করা তার দায়িত্ব।ভারতের এই সাহায্য বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম যথা- নেপালে-ইলেকশনের জন্য ট্রেনিং,৭৫টি ইলেকশন যন্ত্রের সাহায্য, ২০০টি ভোটিং মেশিন। ভূটানে- রাজতান্ত্রির গনতন্ত্রের জন্য সংবিধানের খসড়া তৈরীতে সাহায্য, বিচার বিভাগীয় প্রাসাদ তৈরীতে সাহায্য, সংসদিয় প্রশিক্ষণে সাহায্য, নির্বাচনের জন্য ভোটিংমেশিন দিয়ে সাহায্য করা। আফগানিস্তানে- আফগানিস্তানের গনতান্ত্রিক ব্যবস্থার রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় কাঠামো নির্মানে সাহায্যকরা, বিভিন্ন প্রশাসনিক বিল্ডিং নির্মানে সহায়তা করা প্রভৃতি।

আই.হল (I. Hall) মনে করেন প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলিতে গনতন্ত্রের সম্প্রসারনের ক্ষেত্রে মোদী সরকার তার পূর্ববর্তী সরকারের থেকে অনেক পিছিয়ে রয়েছে । মনমোহন সরকার গনতন্ত্রের সমপ্রসারণের ক্ষেত্রে যে

গতি দানকরেছিল মোদী সরকারের সময় তাতে অনেকটায় ভাটা পরেছে। এই ব্যর্থতার কারণ হিসাবে আই.হল (I. Hall) মনেকরেন যে , মোদী ও বিজেপি দলের হিন্দু জাতীয়তাবাদী মতাদর্শ যাতে কোনো গনতান্ত্রিক চিন্তাধারার উৎস পাওয়া যায় না। মোদীর ভাষণেও কোনো গনতন্ত্রের সম্প্রসারণের চিহ্ন খুজে পাওয়া যায় না। শুধুমাত্র ব্যতিক্রমি হিসাবে মালদ্বীপের রাষ্ট্রপতির বাতিলের সময় দেখা যায় , তিনি মালদ্বীপ সফর বাতিল করেন। ভারত কেন নেপাল, ভূটান, আফগানিস্তানে গনতন্ত্র প্রসারে সাহায্য করছে। অন্যদিকে তার নিকটবর্তী দেশ মালদ্বীপে কেন কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছেনা ? এ সংক্রান্ত প্রশ্ন এখন মাথা চাড়া দিচ্ছে । এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, গনতন্ত্রের সম্প্রসারন ভারতের বিদেশনীতির কোনো কেন্দ্রীয় বিষয় নয়। বরং ভারতের বিদেশনীতির অন্যতম গুরুত্বর্পণ বৈশিষ্ট্য হল অন্যরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীন বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা। ভারতের দৃষ্টিতে এই নীতির লঙ্ঘন কেবল তখনই করা যাবে যখন সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র নিজে সম্মতি প্রদান করবে অথবা কেবল নিরাপত্তা পরিষদের যথাযথ সম্মতিতে বা কতৃত্বের স্বীকৃতিতে। ভারত নেপাল ও ভুটানে গণতন্ত্র সম্প্রসারনে সহায়তা করেছে কারণ ঐ দেশগুলির কাছ থেকে ভারতের প্রতি আবেদন এসেছিল কিন্তু মালদ্বীপের ক্ষেত্রে তা হয় নি বলে ভারত কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

উপসংহার: ভারতের বিদেশনীতি প্রকৃত পক্ষে কোনো পরিবর্তন ঘটেছে কিনা- এই বিতর্কের কোনো সরলীকৃত সিদ্ধান্তে না পৌঁছে বিভিন্ন একক ও তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে একটি অন্তদৃষ্টিমূলক আলোচনায় পৌঁছানো আবশ্যিক। বিশেষত ভারতবর্ষের বিদেশনীতির পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বর্তমান বিশ্ব কাঠামো যে অবস্থায় দাড়িয়ে আছে তা যে পূর্বের আর্ন্তজার্তিক বিশ্বব্যবস্থার পরিবর্তনে প্রভাব সুস্পষ্ট তাকে কোনো ভাবেই আস্বীকার করা যায় না, অর্থাৎ পূর্বের আদর্শবাদী নেহরু- দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে সূচনা এবং ঠান্ডাযুদ্ধের অন্তঃবর্তীকালীন নব উত্থীত তৃতীয় বিশ্বের মুখপাত্র হিসাবে ‘স্ট্রাটেজিকআটোনমি’, ‘নির্জোট আন্দোলন, এবং মুক্তবাজার অর্থনীতি থেকে সরে যে বিদেশনীতির সূচনা করে তা ১৯৮০-র দশকের বিশ্বায়ন ও ঠান্ডাযুদ্ধের (Cold War) পরিসমাপ্তি নিজে অভ্যন্তরীন অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে ব্যপক ভাবে বিদেশনীর পরিবর্তন করে। বর্তমানে এই মুক্ত বাজার অর্থনীতির প্রসারনের সঙ্গে ইন্টারনেট, প্রযুক্তি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য করে নিজের পরিচালিত করতে। ভারত সেই আর্ন্তজার্তিক ব্যবস্থায় অনুকূলে নিজেকে প্রবাহিত করে চলেছে এবং এর অনুকূলে ক্ষুদ্র পরিবর্তন সাধিত করে চলেছে যেমন বিদেশী বিনিয়োগকে আকর্ষণ করার জন্য ১০০ শতাংস F.D.I এবং অভ্যন্তরীণ কর ব্যবস্থার পরিবর্তন তথা G.S.T ব্যবস্থার পরিবর্তন ইত্যাদির যা এককভাবে মোদী সরকারের প্রয়াস বলা যায় না তাতে আন্তজার্তিক ব্যবস্থা ও পূর্বের সরকারের ধারাবাহিক প্রয়াসের ফল।বর্তমান মোদী সরকারের নানা প্রয়াস ভারতের বিদেশনীতির ক্ষেত্রে সফলতার নজির যা কূটনৈতিক প্রয়াসের সফলতা পরিলক্ষিত হয়েছে যেমন মুম্বাই হামলার মাস্টার মাইন মাসুদ আজাহারকে আন্তজার্তিক সন্ত্রসবাদী হিসাবে স্বীকৃতিতে বিরোধী মনোভাবাপন্ন চীনের সমর্থন আদায়, সার্জিকাল স্ট্রাইকে বিভিন্ন বড় বড় রাষ্ট্র এবং ছোট প্রতিবেশী রাষ্ট্রের ইতিবাচক সমর্থন আদায়, বিভিন্ন আর্ন্তজাতিক সংগঠন তথা SCO, MTCR, দঃ এশিয়া ও Indian pacific এ চীনের কর্তৃতবাদী প্রভাবের বিরোধীতে ‘QUARD’ যোগদান, Doclam Stand off- এ ৭৩ দিনে সৈনবাহিনীর দৃঢ়তার নজির, UNO কর্তৃক আন্তজার্তিক যোগ দিবসের স্বীকৃতি আদায় যা সফট পাওয়ার কূটনৈতিক জয়ের স্বীকৃতি- এ সমস্ত বিষয় আপাত ক্ষেত্রে বিদেশনীতির পরিবর্তন বলে মনে হলে এ গুলি ভারতের বিদেশনীতির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে ঐ নীতি গুলির প্রভাব যা প্রতিফলন। কারণ Indian Pacific-কে ভারত আগে থেকেই শান্তিপূর্ন আর্ন্তজাতিক মহাসাগর ব্যবস্থার বা যোগাযোগ ব্যবস্থায় পক্ষে

জোড় সওয়াল করে। কোনো একচেটিয়া কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে যা 'QUARD' এর লক্ষ্য। Do clam Stand Off ভুটানের সঙ্গে ভারতের চুক্তির সূত্রে হয় যদিও ভারতের পূর্বের বিদেশনীতির ক্ষেত্রে প্রতিবেশী রাষ্ট্র গুলিকে Non reciprocal সাহায্য দেশের কথা বলেন প্রধান মন্ত্রী রাও। যার প্রতিফল বর্তমান সরকারের কোনো একক প্রয়াস নয়, মাসুদ আজাহারের আন্তজার্তিক সন্ত্রাসবাদী স্বীকৃতি দীর্ঘদিনের প্রয়াস যা বর্তমানে স্বীকৃতি পেয়েছে। তাই একপাক্ষিক ভাবে পূর্বের সরকারের প্রায়াসকে বাতিল করে সমস্ত ক্রেডিট মোদী সরকারের খাতায় দেওয়া পক্ষপাত দুষ্টতায় সামিল হবে। বর্তমান বিদেশনীতির পরিবর্তন বির্তকের ক্ষেত্রে একটি অন্যতম একক হল 'প্রতিবেশীনীতি। এই ক্ষেত্রে কিছু দুর্লভ দৃষ্টান্ত ছাড়া যেমন বাংলাদেশ-ভারত ভূখন্ড মতবিরোধের অবসান, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে BBIN মত ইতিবাচক প্রয়াস এর বাইরে নেতিবাচক দৃষ্টানন্তও বিরল নয় বলে বিশেষজ্ঞরা যেমন বর্তমান সরকারের আমলেয় ভারত- পাক সম্পর্কের অবনমন সব চেয়ে বেশি, কূটনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিয় ছোট ছোট প্রতিবেশীদেশ চীনের দিকে ঝুকে পরেছে। ভারতের অভ্যন্তরীন ক্ষেত্রে বর্তমান সরকাররের 'হিন্দু জাতিয়তাবাদী নীতি যা RSS প্রভাবিত এবং দেশে ঘটে যাওয়া সংখ্যালঘু শ্রেনীর বিরুদ্ধে নানা বিদ্বেষমূলক ঘটনা শুধু দেশের নয়, দেশের বাইরে কু-প্রভাব ফেলছে বিশেষত তরফে কোনো ব্যপক বিরুপ প্রতিক্রিয়া আসেনি, তাছাড়া অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন পদক্ষেপ যেমন NRC পদক্ষেপ, নোট বতিল, তাছারা I MF এ মুখপত্রের সাক্ষাৎকার অনুযায়ী বিশ্ব অর্থব্যবস্থার দ্রুত উন্নয়নের হার হ্রাসের সঙ্গে ভারতের অর্থব্যবস্থার হার ও কমে চলেছে যা দেশের অভ্যন্তরীন রাজনীতির সঙ্গে সঙ্গে বিদেশ নীতিতেও খারাপ প্রভাব ফেলছে ।

Notes and References:

1. Mohan,C.R.(2015),'Modi's World Expanding India's Sphere of Influence', Noida, HarperCollins, pp 42-65
2. Kothari,R.K(ed)(2019),'India in the New World Order: The Changing Contour of Her Foreign Policy Under Narendra Modi' Delhi, Atlantic Publishers, pp 158-180
3. Chandra,V(2017) 'Modi Government and Changing Pattern in Indian Foreign Policy', in Jadavpur Journal of international Relations 21(2), Sage Publisher, pp 98-117
4. Bandyopadhyaya,J.(2018, 3rd ed) 'The Making of Indian's Foreign Policy', Kolkata,Allied Publisher Pvt limited, pp 29-80, 220-298
5. Ganguly,A., Chauthaiwale,V., and Sinha U.K,(eds) (2016) ' The Modi Doctrine : New Paradigms in India's Foreign Policy',New Delhi, Wisdom Tree, pp 1-189
6. Mishra, B.K.(2019) 'Modi's South Asin Policy: A Critical Perspective', in Kothari R.,K (eds), 'India in the New World Order: The Changing Contour of Her Foreign Policy Under Narendra Modi' Delhi, Atlantic Publishers, pp 133-155
7. Chaulia, S in. Ganguly,A., Chauthaiwale,V., and Sinha U.K,(eds) (2016) ' The Modi Doctrine : New Paradigms in India's Foreign Policy',New Delhi, Wisdom Tree, pp 25
8. Pal,P., 'India's Neighbourhood Policy: A Realistic Assessment in Kothari R.,K (eds), 'India in the New World Order: The Changing Contour of Her Foreign Policy Under Narendra Modi' Delhi, Atlantic Publishers, pp 159-180

9. The Hindu (2018) 'Is India's Foreign policy adrift?', The Hindu, July 6
10. The Indian Express (2018) 'Raja Mandala: A continuing Foreign Policy consensus', The Indian Express, March 28
11. https://www.thehindu.com/opinion/lead/foreign-policy-challenges-five-years-later/article27766639.ece